182. Nc. 922. 92.
Chittagong 14.1.24
306
IMPERIAL LIBRARY

গাজি কামালপাশার পুথি ।

প্রণীত

মুন্সি মাহাম্মদ ।

মোকাম সন্দীপ, গাছুয়া ।

প্রথম সংস্করণ।

সন ১৩২৯ বাংলা।

চট্টগ্রাম সরস্বতী প্রেসে—
শ্রীচন্দ্রকুমার মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৵০ আনা।

182. Nc. 922. 92.

গাজি কামালপাশার পুথি ।

প্রণীত

মুন্সি মাহাম্মদ ।

মোকাম সন্দীপ, গাছুয়া ।

প্রথম সংস্করণ।

সন ১৩২৯ বাংলা।

চট্টগ্রাম সরস্বতী প্রেসে—

শ্রীচন্দ্রকুমার মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৵০ আনা।

IMPERIAL LIBRARY

গাজি কামালপাশার পুথি।

আল্লা ২ দেলে বলি কলম হাতেতে ধরি॥ লেখি কিছু খোদার নামেতে। তারিপ লেখিতে ভাই অধিনের সাধ্য নাই॥ নবি অলি না পারিল যাহা। বন্দা সব ঘুম জায় রাতেতে পড়িয়া॥ নেগা বানি করে খোদা একেলা বসিয়া॥ খোদা যদি ঘুম যাইত গাফেল পড়িয়া। আছমান জমিন যাইত চুর মার হইয়া॥ মেহের করিয়া খোদা বন্দা সবার পরে॥ রছুলকে পাঠাইয়া দিল শিক্ষা দিবার তরে। সঙ্গে ২ কেতাব দিলো আরও রছুল জামিন॥ কেতাব আনিয়া দিলো জিব্রিল আমিন। সোন ২ বন্ধুগন কেতাবেরো সান॥ দুনিয়াতে নাই কিছু জাহার সমান॥ কেতাবের এবারত মধু রসের বাণী। শুনিলে ঠাণ্ডা হয়ে মুমিনের প্রাণী॥ সেই কেতাব গলে করি যত আলেম গণ। ধর্ম্মকে প্রচার করে খোসাল্লিত মন॥ যাহা চাবে তাহা পাবে কেতাব ভিতর। অন্য ঠাই যাও কেন হইয়া বেদর॥ বিচার কোরাণে আছে আর না যাব অন্যের কাছে। মাপ কর আপে রহেমান॥ ওমতের দুঃখ ভাবি কান্দিতেন নুরনবি। সারা রাত পায়ে খাড়া হৈয়া॥ দিনে করিত ওয়াজ ভারি রাতে করিত আহা জারি। পাও যাইত রসেতে ফুলিয়া॥ তবুত ওম্মতের জন্যে কান্দিতেন রাত দিনে॥ পায়ের দিকে না চাইতেন ফিরিয়া। এছা নবির ছুন্নত ছাড়ি বিলাসিতা অঙ্গে পরি॥ কামাইয়াছ আলফিট কামানি। বিধর্ম্মির চাল ধরি খোদার রাগেতে পড়ি॥ নানান বলা দিছ

চেতাইয়া। এখন জলদি তবা কর খদ্দর অঙ্গেতে পর॥ মাথা লেহ সমান করিয়া। ফরজ ছুন্নত ঠিক ধর। কোরাণ মতে বিচার কর সরাজ পাবে ঘরেতে বসিয়া॥

কিরূপে ইষমারনাতে গ্রীকরাজা অত্যাচার করিল তাহার বয়ান।

পয়ার। ইষমানাতে বসত বাস করে আরবগণ॥ গ্রীকের প্রজা তারা শুন বিবারণ। এক রোজ গ্রীক রাজা ইষমানার সহরে॥ আইন এক পাঠাইল শুন বেরাদরে। আইনেতে লেখন ছিল শুন আরবগণ॥ আজি ইসলাম ধর্ম্ম আমি করিব ছেদন। মোর প্রজা মোর ধর্ম্মে আইস মোর মতে॥ নচেৎ করাত বসাইব তোমাদের মাথে। এচাই লিখন যদি পাইল আরবগণ॥ আল্লা ২ বলি সবে জুরিল কান্দন হাইরে ইসলাম ধর্ম্ম সোণার মতন॥ এতেক বলিয়া সবে করেন রোদন। পাইয়া এচাই আইন যত আরবগণ॥ কমিটি গঠন করে হইতে একোমন। মৌলবী মাওলানা আরও যত খাছ আম॥ দেশের রইছ যত মিলিল তামাম। তারপরে মাওলানা একজন খারা হইয়া॥ গ্রীক রাজার আইন দিল শুনাইয়া। মানিলে তাহার আইন হইবে বেইমান। গরদান মারিলে তবু নাছার ইমান॥ কোরাণ গলায়ে করি থাক রাত্র দিন সহিদ হইলে পাবে এলাহির চিন॥ খোদার খাছ বন্ধা যারা দুনিয়ার ভিতরে। সহিদ হইয়া জায়ে খোদার দরবারে॥ এমত বহুত ওয়াজ মাওলানা করিয়া। আখেরেতে ঘরে গেল বিদায় হইয়া॥ রাত পোহাইয়া যদি ফজর হইল। গ্রীকের সৈন্য

আসি ইসমারনা ঘিরিল ॥ মৌলবী মাওলানা আরও দেশের জমিদার একসঙ্গে অনেক জন করে গ্রেপ্তার ॥ বান্ধিয়া অনেক জনে হাজির করিল। যেখানে জাহাজের পরে লাট সাহেব ছিল ॥ লাটের ছামনে যদি হাজির করিল। কোরদ্ধ মূখী হইয়া লাট বলিতে লাগিলো ॥ তোমাদের মুখে কেন রাখিয়াছ দাঁড়ি। তোমাদের বিবি সব আজি হবে রাড়ি ॥ গ্রীক রাজার আইন পায়েতে ঠেলিয়া। থাকিবে তাহার দেশে কেমন করিয়া। আবার পৌছিল লাট যত আরব গনে ॥ ছাড়িবে নি নিজ ধর্ম্ম বল না এখনে। মুখে নাহি কথা বলে যত মোসলমান ॥ ছের হেলাইয়া মানা করে জনে জন। দেলেতে আল্লার নাম স্বরন আছিলো। তে কারনে মুখে কথা নাহিক বলিল ॥ কোদ্ধ হইয়া লাট সাহেব বলিল তখন। জলে ডুবাইয়া মার যত আরব গণ ॥ দশজন লোকের তরে শিকলে বাঁন্ধীয়া উচে হাকারিয়া দিলো জলে ডোবাইয়া। ডুবাইয়া মারিলেক সেই দশজনে ॥ হায়ে কি জুলুম হইল বুঝি দেখ মনে। তার পরে ছেপাইগণ বাড়ি ২ গিয়া আওরত আনিল কত বেইর্জ্জত করিয়া ॥ হুরমত লুটিয়া সবার আনে সেইখানে সে সব লেখি তে নারি দেলে নাহি মানে ॥ কতেক আওরত মারে সেখানে গুলিদিয়া কতেক লইয়া গেলো কয়েদ করিয়া। সরিয়তের কথা এবে শুন মোসলমান ॥ দেল লাগাইয়া শুন রাখিতে ইমান। ধর্ম্মের কারণে যদি কোন মুল্লুকেতে ॥ আওরত কয়েদ হয়ে বিধর্ম্মির হাতে। খোদার মুল্লুকে যত আছে মোসলমান ॥ ফরজ হয়ে সবার পরে কহে চোবহান।

যেহাদ করিয়া কিম্বা তরকে মাওলাত দিয়া ॥ খালাশ করিতে ফিকির কর ঘরেতে বসিয়া। তরকে মাওলাত না করিলে হইবে সয়েতান ॥ মেসকাত সরিপে আছে এসব বয়ান। স্বামি আরও দোরোল মোক্তার আইনি কিতাবে ॥ আছয়ে এসব মছল্লা পুছ আলেমেরে। তার পরে কহি শুন আগামি পরমান ॥ মছজিদ জ্বালাই দিল তিন শও পরিমাণ। কোরান সরিপের কথা লেখি কেমনেতে ॥ কলিজা বিধার যায় যাহার শোগেতে। রসুল ওল্লার মাথার মণি মুমিনের জান ॥ জ্বালাইয়া দিল কত পবিত্র কোরান। যাহারা মুমিন আছে দুনিয়ার উপরে। শুনিয়া কোরানের কথা আহা ২ করে ॥ বেইমান মোসলমান কতটিটকারি মারিয়া। মুল্লুক খারাপ করে গাল ভেটকাইয়া ॥ ছোট ২ শিশুগণ মায়ের কোল হইতে। মারিয়া ডালিল কত সংঙ্গিনের আগাতে ॥ বড় ২ জমিদার যতেক আছিলো মারিয়া। তামাম ধন লুটিয়া লইল ॥ এইরূপে অত্যাচার করে ইযমারনাতে। জোরে কেহ নাহি কাঁন্দে দুসমনের ভয়েতে ॥ একজন আল্লার অলি ঘরেতে বসিয়া। একরোজ কাঁন্দিতেছিল খোদাকে বিনিয়া ॥ হায়ে খোদাতালা মেরা সবাকারও রব। দেখিতে আছয়ে তুমি ইযমারনাতে সব ॥ ঠেকি আছি মোরা সবে জালেমের হাতে। দূর কর খোদা তুমি তলওার মারি মাথে ॥ কোন এক বিরের তরে দেও পাঠাইয়া ॥ দূর করি দেয় যেন তলওয়ার মারিয়া। তোমার কুদ্রোত আছে পার করিবারে ॥ রহম কর না আল্লা আমার সবাকারে এতেক বলিয়া সাহা কাঁন্দে বারে বার ॥ বিনাইয়া কাঁন্দে ফেরো রছুল

খোদার। হায়ে রছুল ওল্লা মেরা রহিলে কোথায়॥ তোমার ওম্মত যত বাঘে ধরি খায়। দোয়া কর রছুওল্লা মদিনায় থাকিয়া। কোরাণ প্রাণের ধনো দিল জালাইয়া॥ এই রূপে দোয়া করে কাঁন্দে ঝারে ঝার। সদয়ে হইলো খোদা সহর ইযমারনার॥ আসিলো কামাল পাসা ইযমারনা মাঝার। খোদার খুদ্রোত ভাই কে বুঝিতে পারে॥ হেকমতে পাঠাই দিলো কামাল গাজির তরে।

গান।

ইসলাম ধর্ম্মের অন্ধকার এসেছিলো জগতে॥
সদয়ে হইলো খোদা অন্ধকারো হরিতে।
আজ খোদা দুই সূর্য্য তৈয়ার করেন মাটিতে॥
অপার মহিমা খোদার কে পারে ভাই বুঝিতে।
হরিবে যে অন্ধকার সূর্য্য দুইটীর আলোতে॥
এই আসা হইয়াছে মুমিনগণের দেলেতে।
আনার পাসা কামাল পাসা এতো সূর্য্য পাঠাচ্ছে॥
দুরে থেকে একটু ২ কিরণ দেখা যাইতেছে।
নমাজ পড় রোজা রাখ হজ কর মক্কাতে॥
দরূদ সরিপ ভেজরে ভাই রছুলওল্লার খেদমতে।
বিচার আচার কর ভাই কোরাণ আছে ঘরেতে॥
চরকা কাট খদ্দর পর আপনাদের সাহায্যে।
দেল খুসি হয়ে যাবে হজ কাছারের পানিতে॥
সেই পানি ফেলাইবে রসুল মকবুল নিজহাতে।

তোমার মদত চাহি আপে কর তার। এতেক বলিয়া সাহা কাঁদে ঝারে ঝার ॥ মাটিতে শয়ন করে ভাবি কর তার। গোলাপ ফুলের মত হবে-সাহার বদন ॥ আল্লা ২ বলি করে মাটিতে শয়ন। সোনার পুতুল যদি মাটিতে শুইলো ॥ দেখি বনের পশুগণ কাঁদিতে লাগিলো। রাত ভর শুয়ে রৈলো মাটির ভিতর ॥ ফজর হইতে চলে রাহার উপর। এইরূপে কতদিন চলিয়া জঙ্গলে ॥ পৌছিল যাইয়া বিরো ইসমারনার সহরে। সহর ভিতরে যদি গেলেনো আপনি ॥ এক ছদাগরের বাড়ী পৌছিলি তখনি। ছদাগর পুছিলো তাঁরে কিনাম তোমার ॥ কোথা হইতে আইলে তুমি কহ সমচার। তারপরে কহে বিরে শুন ছদাগর ॥ মোর নামো কামাল পাসা রোম দেশে ঘর শুনিয়া ছদাগর পরে পায়ের উপর ॥ কোথা হইতে আইলে বাবা আকাশের চাঁন। তোমারে দেখিয়া মোরো বিদরে পরাণ ॥ কাঁদিতে লাগিলো ভাই কদমে পরিয়া। দুই বাজু ধরিয়া তোলে বুকে মিশাইয়া ॥ ধরবরি ছদাগর অন্দরে যাইয়া। আনিলো গরম জল গোছল লাগিয়া ॥ গোছল করিলো বিরে ছাবান মালিয়া। ভালো ২ জামা জোরা দিলো পিন্দাইয়া। আতর গোলাপ দিলো বদনে ছিটাইয়া। বসিলেন গাজি ছাহেব পালঙ্গেতে গিয়া ॥ খাবার ছামনা খুবো আনিলো ছামনে। খাইয়া যে গাজি ছাহেব তুষ্ট হইলো মনে। তারপরে কামাল পাসা কহে ছদাগরে দেশের বিবারণ। কহ মেরা বরাবরে শুনি ছদাগর কহে ॥ শুন বিরবর জালাইয়া দিছে মোর। ইসমারনার সহর কোরাণ মছজিদ কত দিলো জালাইয়া। আওরত পনোলিয়া গেলো হুরমত লুটিয়া ॥

জান সুদ্দা কত জনে মারিয়া ডালিলো। কত ২ কোঠা বাড়ী উরাইয়া দিলো ।। অবলা ছাওয়াল কত মারিলো গাঁতিয়া। উচ্চস্বরে কাঁন্দে মরর্দ্দ এতেক বলিয়া ।। কামাল পাসা বলে বাবা সান্ত হও তুমি কথায়। আছে সৈন্য গণ কহ শুনি আমি ।। ছদাগর বলে আছে দরি আরও ধারে। তাবুর ভিতরে আছে ময়দানেরো পরে ।। লাট সাহেব সেনাপতি আরও কয়জনা। তাহারা যাহাজে আছে এইত ঠিকানা। মাঝে ২ আসে তারা বস্থির ভিতরে জুলুম করিয়া জায়ে লোকের উপরে।। তার পরে কহে বিরে ছদাগরের ঠাই। দেশের লোক আনি দেহ এখনি ।। ডাকাই শুনি ছদাগর হৈলো খোসাল অন্তরে। শত লোক পাঠাইলো বস্থির ভিতরে, বস্থির ভিতরে লোক পাইয়া খবর।। অস্থির হইয়া ছুটে আরর্ব্ব লস্কর। আসিয়া ছালাম করে গাজিজির পায় ।। কাঁন্দিয়া যে নিজ বেথা সকলে শুনায়। বুঝায়ে কামাল পাসা সবার বির্দ্দমান ।। আল্লাকে ইয়াদ কর কাহেপেরে সান। কহেনো কামাল পাশা শুন বন্ধুগণ ভালো এক ঘোরা আনো।। আমারও কারণ তেজদার ঘোরা যদি পারো এনে দিতে। তলওয়ার নিচে করি বিধর্ম্মির জাতে ॥

শুনিয়া ছয়েদ আলি বলিল তখন। মোর এক ঘোরা আছে শুন বিবারণ ॥ কোঠার ভিতরে রাখি সিকলে বান্দিয়া ছুটিলে মানুষ গরু ডালেতো মারিয়া। এছা কেহ নাই ভাই দুনিয়ার ভিতরে ॥ ছোয়ার হইতে পারে তাহার উপরে। আরও এক কথা এবে শুন বিরবর। এক রোজ গ্রীকের সৈন্য আইলো

মেরা ঘর ॥ সেই ওক্তে ঘোরাকে আমি দিতে ছিনু দানা দরওজা উপরে সৈন্ন আইলো কয় জনা ॥ আসিয়া বলিলো মোরে কি নাম তোমার। বলিলাম ছায়েদ আলি নাম যে আমার ॥ আবার কহিলো মোরে কহ সর্ত্ত বানি। কোঠার ভিতরে তুমি কি রাইখাছো আনি ॥ দানা পানি দিতেছ কেন কোঠার ভিতরে। সত্য বাতো কহ দেখি আমার হুজুরে ॥ আজিজ হইয়া বলি দোন হাত জোরা। কোঠার ভিতরে বান্দী রাখি মোর ঘোরা ॥ বলিলো আমাকে কহ সেই বিবারণ কোঠার ভিতরে ঘোরা রাখ কি কারণ বলিলাম ঘোরা মেরা বড় জবর দস্ত ॥ ছুটিলে ধরিতে নারি দেয়ে বড় কষ্ট। ছেপাই বলিল তবে আমার খাতিরে ॥ ঘোরাকে বাহেরে আন দেখিবার তরে। দোন হাত জোরা করি কহিলাম তখন ॥ ঘোরাকে বাহেরে আনে আছে কোন জন। ঘোরার নিকটে জায় সাধ্য আছে কার ॥ আমি না পারিবো ঘোরা বাহেরে আনিবার। শুনিয়া ছেপাই এক সঙ্গিন লইয়া ॥ কোঠার ভিতরে গেল কেওার খুলিয়া ॥ ঘোরার নিকটে যদি পৌছিলো যাইয়া ॥ ঝাম্প দিয়া মুখ মারে মাথা তাকাইয়া। দন্তের আঘাতে মাথা হইয়া জখন ॥ কোঠার বাহেরে গেরে নাহি চলে দম। দেখিয়া ছেপাইগণ করে হায়েরে হায় ॥ রায়ফল হাতেতে লিয়া মারিলো ঘোরায়। পিটাপিটি তিন গুলি করিয়া ঘোরায় ॥ লাছকে লইয়া তারা নেকলিয়া যায়। তারপরে দেখি আমি বাহেরে থাকিয়া ॥ ঘোরার গরদ্দানে গুলি লাগিয়া ছেদিয়া তিন গুলির দাগ আছে গরদ্দানে তাহার ॥ সাবুদেতে

খারা আছে কোটার মাঝার। মনেতে ভাবিনু ঘোরা রাতে যাবে মৈরে॥ দানা পানি দিনু খুব ঘোরার খাতিরে। সকালে উঠিয়া দেখি ঘোরার খাতির॥ আরামেতে খারা আছে নহে দেলগির। শুকাইয়া গেছে ঘাও সাবেক মতন॥ দিনে ২ পুলোকিত হয়ে তারো তন। শুনিয়া কামাল পাসা কহে বন্ধুগণে ঘোরাকে দেখিতে চল যাইবো এখনে॥ এতেক বলিয়া সাহা বিছমিল্লা বলিয়া। ছায়েদ আলির বাড়ী গেলো রওয়ানা হইয়া॥ পিছে ২ চলে লোক খুসি মনে ২॥ যাইয়া পৌছিলো বিরে কোটার ছামনে। কেয়ার খুলিয়া বিরে কোটে প্রবেসিলো॥ দেখিয়া ঘোরার সানো খোসালিত হইল॥ ছের নিচে করে ঘোরা আদ্দাপো রাখিয়া। মাথায়ে মুছিলো হাতো পিয়ারো করিয়া॥ বন্ধন খুলিয়া বিরে বাহেরে আনিলো। দেখিয়া তামাম লোক তাজ্জবে রহিলো॥ আগে ২ চলে বিরে রাহার উপর পিছে ২ চলে ঘোরা জেমনো চাকর। তামাম লস্কর চলে করিয়া গোলজার। ছদাগরের বাড়ী গেলো খোসাল হাজার॥ দেখি সদাগর হৈলো খোসালিত মন। ছাতি লাগাইয়া লিলো বিরেরও কারণ॥ দানা পানি দিলো খুব ঘোরার কারণ। খাই পুলোকিতো ঘোরা খোসলিত মন। তারপরে কহে বিরে ছায়েদ আলির সনে॥ ঘোরার কিম্মত কহ সবার ছামনে। ছায়েদ আলি বলে সাহা আরজ আমার। ছওার হইয়া কর কিম্মত ঘোরার॥ একথা শুনিয়া বিরে কহে বারে বার। বেহানে ছওার হব ফজলে খোদার॥ তারপরে কহে বিরে সবাকে ডাকিয়া। এখনও আরাম কর নমাজ পড়িয়া॥

নমাজ পড়িয়া সবে আরাম করিলো। আন্দার ঘরেতে বিরে একেলা বসিলো॥ কাঁদিয়া কহেন বিরে হায়ে আল্লা সাই। তুমি বিনে তরাইবে আর কেহ নাই॥ কোরাণ প্রাণের ধন দিল জ্বালাইয়া। আওরতগণ লিয়া গেলো হুরমত লুটিয়া॥ এই দুই সোগে মেরা কলিজা আঙ্গার জলিয়া কাবাব হইল। দেখ করতার তলওয়ার বান দেছি আমি তোমার নামেতে॥ ফতে করি দেও আল্লা আপনা। কুদ্রতে এতেক বলিয়া সাহা কাঁদিয়া ২॥ চক্ষের পানিতে বক্ষ দিল ভাসাইয়া। ঘোরা নিন্দ গেলো বিরে সেখানে শুইয়া। আল্লার কুদ্রতে রাতো গেলো পোহাইয়া॥ ফজরের নমাজ সাহা জমাতে পড়িয়া। কহিতে লাগিলো রাতো সবাকে ডাকিয়া॥ ভালো একো গাদি আনো আমার খাতিরে। ছওার হইবো আমি ঘোরার উপরে॥ এইকথা শুনিয়া সবে তাড়াতাড়ি গিয়া। আনিলো নূতন গাদি তালাস করিয়া॥ গাদি লিয়া বিরবরে আপনার হাতে। বান্ধিল ঘোরার পরে হেকমতের সাতে॥ তারপরে সাজোওয়াল পড়িলো অঙ্গেতে। দরূদ সরিপ ভেজে কত রসুলের খেদমতে॥ বিছমিল্লা বলিয়া বিরে ছওার হইলো। অঙ্গ ফুলাইয়া সেই বিজুলি চলিলো। দেখিয়া না দেখে কেহ মিসিলো হাওাতে। তামাম সহর গেরে এক পলকেতে॥ আসিয়া পৌছিলো ফের সেই মোকামেতে। খারা হয়ে রহে ঘোরা আদাপ রাখিয়া॥ উর্ত্তরিলো ঘোরা হইতে খোসাল হইয়া॥ ছায়েদ আলির তরে সাহা বলিলো তখন। ঘোরার কিম্মত ভাই কহনা এখন। ছায়েদ আলি বলে সাহা করি

নিবেদন ॥ আল্লার ওয়াস্তে ঘোরা দিনু তোমার কারণ। শুনিয়া কহেন বিরে দোয়া কর মোজে। আল্লার যদি করে খুব নেওয়াজিবো তোজে। তারপরে কহে বিরে সবাকে আবার ॥ গ্রিকের সৈন্য দলে দেও সমচার। কালিকা সকালে আমি লরিবো ময়েদান ॥ মহিমে যাহার ফতে করে চৌবহান। শুনিয়া ছায়েদ আলি চলিল দৌরিয়া ॥ ময়েদানে সৈন্য দলে পৌছিল যাইয়া। ছায়েদ আলি বলে তবে শুন সৈন্যগণ ॥ আসিল কামাল পাশা ইষমারনা এখন। লরাই করিবে তিনি তোমাদের সাতে ॥ কালুকা সকালে হবে থাক তৈয়ারিতে। শুনিয়া সে সৈন্য গণো হাঁসে টিটকারিয়া ॥ ফাঁসির আসামি কামাল আসিলো ভাগিয়া। এখনে লরিতে চাহে আমাদেরও সাতে ॥ আসিবারে বল তবে আছি তৈয়ারিতে। শুনিয়া ছায়েদ আলি তখনি চলিলো ॥ গাজিজির পায়ে গিয়া ছালাম করিলো। কহিলো তামাম কথা বয়ান করিয়া ॥ শুনিয়া কহেনো বিরে সবাকে ডাকিয়া। তোমরা থাকিবে সবে খালে লুকাইয়া ॥ একেলা যাইবো আমি খোদাকে ভাবিয়া। শুনিয়া তামাম লোকে বলে হায়রে হায় ॥ একেলা ময়েদানে যাবে ছারিয়া সবায়। আমরা সঙ্গেতে জাবো গোলাম নফর দেখিবো শুনিবো তেরা তামাম খবর ॥ শুনিয়া কহেন বিরে সবাকারো তরে। খালি হাতে যাবে কেন ময়েদান উপরে ॥ ঘোরা জোরা নাহি আরও সঙ্গিন তলওয়ার। খালি হাতে মারা যাবে ময়েদান মাঝার।

ছদাগরের বোনাজারি।

ত্রিপদি ! ছদাগর শুনি বানি মনেতে প্রমাদ গুনি কহে॥ কিছু আজর নয়নে। দেখি তোমার চান্দ মুখ পাসরিলাম সব দুখ॥ একা কেন যাইবে ময়েদানে॥ গ্রীকের সৈন্য যত সবজে দেওর মত। আছে সবো ময়েদানো জুরিয়া॥ তোফও কামাল কত। মিসিন গানো॥ সতে সতো রাখিয়াছে জাহাজো ভরিয়া একা তুমি যাবে জঙ্গে। কেহ নাই নিবে সঙ্গে॥ কি করিবে ময়েদানে তখন। তোফও কামানের জ্বালা। বদনতো ফুলের মালা॥ সবে তুমি কেমন করিয়া হায়রে নয়ন তারা॥ কলিজা করিয়া ফারা। যাবে বুঝি এখেলা ময়েদানে॥ মেরা জানও তেরা সাতে জাইবেক ময়েদানেতে। ধর রবে এখানে পড়িয়া॥ শুনিয়া কহেনো গাজি। খোদা যদি থাকে রাজি॥ কে মারিবে মোকে ময়েদানেতে। একা জাবো ময়েদানেতে। খোদা আছে সাতে ২ দোয়া করবে রসুলো দেওয়ান। আজি আমি না লরিবো কি জোওয়াব হাসরে দিবো। জিজ্ঞাসিলে আপে নিরঞ্জন॥ রসুল বেজারো হবে মুখ্য ফিরাইয়া রবে। হায়ে ২ ঘটীবে আমার॥ এছারো জিবন লিয়া কত দিনো খুসি কিয়া। থাকি বেকসংসারো মাঝার॥ মোসলমানের আওরত ধরি। বান্ধিয়া কয়েদ করি লিয়া গেলো॥ হুরমত লুটিয়া। সে দুঃখ সহিতে নারি লইজ্জায় হইলো। হরি ২ দাগ চরাইলো মোদের জাতে॥ দেলে নাহি ধৈর্য্য মানে কোরান। জালাইলো কেনে দাদলিবো তলওয়ার মারিয়া॥ যতেক গ্রীকের জাতে সব করিবো একো পথে। ডাইলে দিবো দোজগো হাবিয়া

তাহাদেরও খুন দিয়া ॥ ইসমানারো জমি কিয়া রঙ্গাইবো ময়েদানো তামাম। তবে প্রাণ শান্তি হবে ॥ জিয়ুর জলনো জাবে। আল্লা ২ সদা মোর মনে ॥ আল্লা বিনে নাহি গতি আল্লাও দিঙ্গের সাতি। তড়াইবে আপে কর তার ॥ কহে খোদা কোরান পাকে। যেমুমিন আমারে ডাকে ॥ আছি আমি তাহার নিকটে। তাহা কখন মিথ্যা নয় ॥ যে জন মিথ্যা বলি কয় সেই মিথ্যুক আয়ুয়াল আখেরে। রাত গেলো গুজারিয়া ॥ সকালে উঠিলো প্রিয়া। আম্বুশার্দ্দ নতুন অধিপতি। নামাজ আদায়ে করি খানা পিনা সবো সারি ॥ বসিলেনো পালঙ্গের পরে। দেখিয়া তামাম লোকে ঘিরিয়া বসিলো সবে ॥ চাঁনদোকে বেরিয়া জেন তারা। মুখে সবার মধুর বানি। দুনয়নের ঝরে পানি ॥ কাঁদে সবে চান্দকে হেরিয়া। তারপরে সেরো বাঘ দেলে হইয়া অতি রাগ ॥ কহে কিছু বদন ঝারিয়া ॥ আরও নাহি সয়ে দেরি ঘোরা আনো তাড়াতাড়ি এই বেলা যাইবো ময়েদানে।

অবাক জেহাদ সুরু।

পয়ার ! তারপরে কহে বিরে সবাকে ডাকিয়া। ঘোরা জোরা আনো মেরা তৈয়ার করিয়া ॥ শুনিয়া আরব্ব লোকে ঘোরাকে আনিয়া। সাজাইয়া দিলো ঘোরা তৈয়ার করিয়া। তার পরে কহে বিরে ছদাগরের ঠাই ॥ বিদাই কর না বাবা মহিমেতে জাই। দুই হাতো জোরা করি ধরে দুই হাতে কান্দি আমানতো দিলো। খোদার দরগাতে ছদাগর হইতে বিরে বিদাই হইয়া ॥ চরিলো ঘোরার পরে বিছমিল্লা বলিয়া।

জৈচা ঘোরা তেচা জোরা তেচা পালোয়ান॥ দেখিলে তলওয়ার খানি উড়ি যায় পরান। ঘোরাকে এসারা বিরে যখন করিলো॥ হাওয়ায়ে মিসাইয়া ঘোরা ময়দানেতে গেলো॥ হাকিয়া কহেনো বিরে যত সৈন্যগণে ইসমারনা জালাই দিলে যেমনো আগুনে॥ পাইবে তাহার ফল হও খবরদার। এতেক বলিয়া বিরে বলে মারো মার॥ ঘোরার টাপের ধুল উঠিলো আছমানে ঝাড়িও তুফান জেনো। পৌছিলো ময়েদানে দেখিয়া॥ আচার্য্য হইলো যত সৈন্য গণ। খারা হয়ে রহে সবে গাছেরো মতন। যত ঘোরা ছিলো ভাই বিপক্ষের দলে দেখিয়া বিজুলি ঘোরা ভাগে পালে ২ জরাজরি॥ হুরা হুরি পড়িলো লস্করে। তলওয়ার খিছিয়া বিরে মারে খুব জোরে॥ বাম হাতে সঙ্গিন মারে। ডাইন হাতে তলওয়ার রাখিলো॥ ঘোরার জিন কোমরে আপনার। এহাল দেখিয়া সবে দৈরিয়া চলিলো খেকদি অলের পালে। জেনো বাগ স্বান দাইলো॥ গিরিয়া মারেনো বিরে জোরে তলওয়ার। জরাজরি পড়িয়া গেলো ময়দানো মাঝার॥ পিটেতে তলওয়ার মারে॥ জোরেতে খিছিয়া লহুর তুফান ছুটে ছিটকারি মারিয়া। ঘোরার দাপটে সবে হারাইলো জ্ঞান। কোথায় রৈল মিসিন গানো॥ কথায় তোফ কামান। সেই যে বিজুলি ঘোরা যেই দিকে যায়॥ দাঁতে লাতে কত জনো মারিয়া ঘেরায়। জেকহ ফয়ের করিতে এরাদা করিলো ঝাম্প দিয়া তারতরে মিছমার করিলো। এই রূপে বহু সৈন্য মারে আছমবিতে॥ বাকি সৈন্য জাহাজে চড়ে জান বাচাইতে। সৈন্য সব জাহাজেতে চড়িলো।

যখন ॥ ঘোরাকে এসান্না বিরে করিলো যখন। পলকে চলিয়া গেলো ছদাগরের বাড়ী ॥ ময়দানেতে ম'লো মার্ত্তা রৈলো সারি ২ বজ্রাঘাত পড়িল জেনো সবার। মাথা জাহাজ সহিতে তারা ভাগি চলি যায় ॥ সেখানে যিনি যদি কামাল পাশা বির। তামামু ইষমারনার লোক হইলো হাজির ॥ ছালাম করেনো বিবে চরণে পড়িয়া। পেয়ার করেনো বিরে গলায়ে ধরিয়া ॥ পাইলো খোরাই মার্ত্তা সেখানে জিনিয়া আগামি খবরো কিছু শুন দেল দিয়া পাইয়া গ্রীক রাজা। এই সমচার গোসায়ে জলিয়া উঠে আগবরাবর ॥ পাঠাইলো বহুত সৈন্য করিতে লরাই কামাল পাসার কথ এবে শুন সবে ভাই ॥ ভারত বাসির আগে লেখা লেখিলো এচাই শুন ২ ভারত বাস হিন্দু মোসলমান আমাকে সাহায্য কর অর্থ দিয়া দান। পাইয়া এচাই লেখা যত হিন্দুগণ ॥ লক্ষ ২ টাকা দিলো গান্ধিজির কারণ। মোসলমানের ছেলে গণো বাড়ি ২ গিয়া পাঠাইলো বহু টাকা জেহাদো লাগিয়া।

গান।

হিন্দুরাজে মোদের ভাই তাহা কথন মিথ্যা নয় এবার জেনেছি শুনেছি পাইয়েছি হলে পরিচয় লক্ষ ২ টাকা দান করিলো হিন্দু ভাইরা আঙ্গুরায়। কত ২ মোসলমান চান্দা চাইলে গাল ফুলায় ইমানদার মোসলমান জারা টাকা দিলো খোরা ২ আরও কেন্দে ২ ভুক ভাসায়। ভারত বাসির টাকা যদি পাইলো বিরো বর ॥ রাজধানি খোলিয়া দিলো আঙ্গুরার সহর তারপরে আচরো আদি খরিদ করিয়া ॥ তৈয়ার করে বহু সৈন্য নিজে শিক্ষা দিয়া। ময়দানে চলিয়া গেলো জেহাদো লাগিয়া ॥ জেহাদ করেন সবে মিসিন গান দিয়া। নানা আছরো দিয়া জুদ্ধ করে দুই দলে প্রতি দিন গ্রীকের

সৈন্য মার পালে ২ দশ বিশ মাইল রোজ যায়ে লো হটীয়া ॥ পিছে তুর্কি গণা যায়ে খেদারিয়া। এক দিনো বির বরে কহিলা লস্কর ॥ গ্রিকের সৈন্য দলে যায়ো একোবারে। হুকুম পাইলো যদি তুর্কি সৈন্য গণ ॥ ঘোরায়ে সওয়ার হৈলো সবে জনে জন। মিসিন গানো হাতে লিয়া ছাড়িতে ঘোরায় ॥ হাওয়ায় মিসাইয়া ঘোরা ময়দানেতে যায়। মার ২ বলি সবে দলে প্রবেসিলো। দেখিয়া গ্রিকের সৈন্য মুচ্ছ ঘাতো হৈলো। অচরো ছারো ২ বলে তুর্কিগণ ॥ মারিলো তামাম অচরো। যত গ্রীরিক আন বান্ধিলো তামাম সৈন্য হাতে ২ কড়ি দিয়া ॥ পাইলো বহুত মাত্তা সেথানে জিনিয়া খাসি আরও দুখাগাই পাইলো বেসুরাম ॥ ছেগাই ধরিয়া লিলো হাজারে হাজার। তোপ কামান মিসিন গানো পাইলো বেসুমার ॥ মটের কাটে পাইলো কত ময়েদানো মাজার। ছয় খানো পাইলো ভাই বড় ২ বোট পাইলো পোনর লক্ষ পেয়াদারো কোট ॥ ইষমারনা জিনিলো যদি কামাল পাসা বির। দেশে ২ এই বাত হইলো জাহির ॥ ভারত বাসি আলেম গণো কহে মনোরঙ্গে ॥ ফেরেস্থা পাঠাইলো আল্লায় কামাল গাজির সঙ্গে।

গান।

চলরে ভাই ভারত বাসি দেলের খুসি আঙ্গুরাতে যাই এখন, করি বোগিয়া দরসন, গ্রিক নাসা, কামাল পাসার চাঁন বদন, জারে দেখিলে শুক্ষ হয়ে দুক্ষ, নিবারন তারে পাঠাইয়াছে কাদের গনি খোদা মেরে নিরানজন।

গান।

ভারত বাসি হিন্দু জাতি ধনে।
বিদ্যায় পরিপাঠি নেয়ার ॥
পক্ষে থাকে খাঠি খেলাফতে।
এই দুর্গতি দেখি তারা উঠিলো মাতি ॥